গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
(ক্রীড়া-২ অধিশাখা)
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অধ্যাদেশ, ১৯৮৩ (অধ্যাদেশ নাম্বার ৫৮, ১৯৮৩) এর বিষয়বস্তু পরিমার্জনপূর্বক নতুনভাবে প্রণীত "বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সংক্ষেপে বিকেএসপি, ইংরেজীতে Bangladesh Institute of Sports আইন, ২০১৬" এর খসড়া চূড়ান্তকরণ সংক্রান্ত আন্তঃ মন্ত্রণালয় সভার কার্যবিবরণী ঃ

সভাপতি	ঃ	কাজী আখতার উদ্দিন আহমেদ সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়।
স্থান	ঃ	সম্মেলন কক্ষ
তারিখ	ঃ	২৮ ডিসেম্বর, ২০১৬
সময়	ঃ	সকাল ১১.০০ টা
উপস্থিত সদস্যবৃন্দের তালিকা	ঃ	সংযুক্ত (পরিশিষ্ট-'ক')।

সভার শুরুতে সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে যুগ্ম সচিব (ক্রীড়া-২) এর প্রতিকল্প কর্মকর্তা যুগ্ম সচিব (বাজেট) মহোদয় সভার বিষয়বস্তু উপস্থাপন করেন। এর পর যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয় থেকে আগত কর্মকর্তাগণ বক্তব্য রাখেন । বিভিন্ন মন্ত্রণালয় থেকে আগত কর্মকর্তাগণের মতামত সভায় উপস্থাপন করা হয় এবং এর ওপরও সবাই আলোচনা করেন এবং কিছু সংশোধনীও প্রস্তাব করেন।

"বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অধ্যাদেশ, ১৯৮৩" (অধ্যাদেশ নাম্বার ৫৮, ১৯৮৩) এর ওপর আনীত সংশোধনীসমূহ নিম্নরূপ ঃ

ভূমিকা ঃ (প্রস্তাবিত সংক্ষিপ্ত রুপ- প্রতিনিধি, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়)

যেহেতু বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন এবং ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট বা প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি সম্পাদনের জন্য বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অধ্যাদেশ, ১৯৮৩ (অধ্যাদেশ নম্বর ৫৮, ১৯৮৩) এর বিষয়বস্তু বিবেচনাক্রমে উহা পরিমার্জনপূর্বক নতুনভাবে আইন প্রণয়ন সমীচীন ও প্রয়োজনীয় এবং আইনটি প্রণয়নে সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা রহিয়াছে, সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন প্রণয়ন করা হইল।

সবচেয়ে বেশী সংখ্যক প্রতিনিধি ধারা ৫এর সংশোধনীর বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করেন।

সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধির মতে ঃ ৫(খ) ও (গ) নিম্নরূপভাবে পরিবর্তিত হবেঃ

(খ) প্রতিমন্ত্রী, যদি থাকেন, যিনি উহার ভাইস চেয়ারম্যান-১ হইবেন।
(গ) উপমন্ত্রী, যদি থাকেন, যিনি উহার ভাইস চেয়ারম্যান-২ হইবেন।

৭ নম্বর ধারায় (বোর্ডের সভা), ২ নম্বর অনুচ্ছেদে বাক্য হবে এরূপ ঃ

বোর্ডের সভায় কোরাম গঠনের জন্য ন্যুনপক্ষে ১/৩ অংশ সদস্য উপস্থিত থাকিতে হবে।

৭ নম্বর ধারায় বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের প্রতিনিধি সকল জায়গায় বোর্ডের পরিবর্তে পরিচালনা পর্ষদ শব্দ ব্যবহারের মত দেন।

৭(৪) ধারার সংশোধনী ঃ

বোর্ডের সকল সভায় চেয়ারম্যান সভাপতিত্ব করিবেন এবং তাঁহার অনুপস্থিতিতে জ্যেষ্ঠ ভাইস চেয়ারম্যান সভাপতিত্ব করিবেন..... ।

৭(৮) ধারায় সংযোজন ঃ

প্রতি ০৬ (ছয়) মাসে বোর্ডের ন্যুনতম একটি সভা করিতে হইবে। তবে প্রয়োজনে একাধিক সভা আহ্বান করা যাইতে পারে।

এছাড়া সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়; মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়; বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রতিনিধিরা পরবর্তী ধারাগুলোতে কিছু শব্দ প্রতিস্থাপন, বাক্যকে সরলী ও প্রমিতকরণ এবং নতুন কিছু বাক্য সংযোজন করে আইন প্রণয়ণের কাজকে তথ্য সমৃদ্ধ করেছেন যা পরবর্তীতে মূল খসড়ায় অন্তর্ভূক্ত করা হবে।

সভাপতি সকলের প্রাণবন্ত অংশগ্রহণ এবং মতামত সম্বলিত তথ্য সরবরাহের জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। অতপর আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ

সকল অংশীগণের মতামত প্রক্রিয়াজাত করে আইনটিকে নতুন করে লিখতে হবে। আবারও একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা আহবান করে আইনটিকে চূড়ান্ত করা হবে।

স্বাক্ষরিত/
কাজী আখতার উদ্দিন আহমেদ
সচিব

অঃ পৃঃ দ্রঃ

(চ) ক্রমিকে পরিবর্তন এভাবে হবে ঃ

(১) সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

(২) সচিব, মাদ্রাসা ও কারিগরী শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

(ঝ) নম্বর ক্রমিকে মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরকে বাদ দিতে হবে। নতুন নাম অন্তর্ভূক্ত হবে সচিব, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়; সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়; সচিব, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন; বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা; ০১ জন মহিলা ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব এবং ০১ জন পুরুষ ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব।

সবশেষে এ বাক্যটি সংযোজন করতে মত প্রকাশ করা হয় ঃ

তবে বিশেষ প্রয়োজনে বোর্ড ক্রীড়া ফেডারেশনগুলিকে আমন্ত্রণ জানাইতে পারিবে।

৬(ক) ধারাকে(প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম), বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন নিম্নে উল্লিখিত ভাবে লিখতে মত প্রকাশ করেছেনঃ

পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক দেশের নির্ধারিত বয়স বা বয়সসীমার বালক/বালিকাদের মধ্য হইতে ক্রীড়া ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতিশীল প্রতিভা অন্বেষণ করা এবং স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর শ্রেণি পর্যন্ত সাধারণ শিক্ষার সুযোগসহ ক্রীড়া ক্ষেত্রে বিজ্ঞান ভিত্তিক নিবিড় প্রশিক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি এবং পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা প্রদান।

৬ নম্বর ধারাতে, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কিছু নতুন বাক্য সংযোজন করতে বলেন যা নিম্নরূপ ঃ

- *বিভিন্ন দেশের জাতীয় ক্রীড়া প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন, প্রশিক্ষক/শিক্ষার্থী ও অভিজ্ঞতা বিনিময়;*
- *বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থাসমূহের সাথে যোগাযোগ স্থাপন ও কার্যাবলীর সমন্বয় সাধন;*
- *ক্রীড়া উন্নয়নে সরকারকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান;*

পরিকল্পনা কমিশন, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ও কিছু মতামত দেন।

৬(গ) ও ৬(ঙ) ধারাকে কে একত্র করে এভাবে লিখতে মত প্রকাশ করা হয় ঃ

কর্মরত কোচ, রেফারী এবং আম্পায়ারগণের কলাকৌশলগত দক্ষতা উন্নয়নকল্পে সার্টিফিকেট কোর্স পরিচালনা করা।

৬ (জ) নম্বর ধারকে এভাবে লিখতে বলা হয় ঃ

এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলী পরিচালনা করিতে অন্যান্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন এবং ঐ সকল বিষয়াদির সহিত সংশ্লিষ্ট ও উদ্ভূত কার্যাবলী সম্পাদন করা।

স্মারক নং- ৩৪.০১.০২০০.০৮০.৪৩.০০১.১১-৪ তারিখ ঃ ১৭ জানুয়ারি, ২০১৭।

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) ঃ

০১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০২। চেয়ারম্যান, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৬।
০৩। সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৪। সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৫। সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৬। সচিব, মাদ্রাসা ও কারিগরী শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, পরিবহন পুল ভবন, ঢাকা।
০৭। সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৮। সচিব, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৯। সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১০। উপচার্য, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর।
১১। বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা বিভাগ, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।
১২। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৩। মহাপরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।
১৪। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সাভার, ঢাকা।
১৫। পরিচালক, ক্রীড়া পরিদপ্তর, মওলানা ভাসানী স্টেডিয়াম, ঢাকা।
১৬। যুগ্মসচিব(সকল), যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৭। সচিব, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ, ঢাকা।
১৮। উপ-সচিব (ক্রীড়া-২), যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৯। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২০। সহকারী প্রোগ্রামার, আইসিটি সেল, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। (ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
২১। অফিস কপি।

উপরোক্ত কার্যবিবরণীর ওপর কোন মতামত থাকলে তা পত্র প্রাপ্তির ০৫(পাঁচ) কর্ম দিবসের মধ্যে লিখিতভাবে জানাতে অনুরোধ করা হ'ল ।

১৭/০১/২০১৭
(মোরশেদা আখ্‌তার)
সহকারী সচিব
ফোন: ৯৫৪৬৫৬১।